যুগান্তর

MAY 25 2002

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মুক্তির দাবিতে ছাত্রলীগ আন্দোলন শুরু করবে

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

সংগঠনের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে ছাত্রলীগ কঠোর আন্দোলনে নামছে। সভাপতি লিয়াকত শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুসহ ৬ কেন্দ্রীয় নেতা তিন মাস ধরে কারাগারে রয়েছেন। সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ সারাদেশে গ্রেফতারকৃত হাজার হাজার নেতাকর্মীদের কারাগারে নানাভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে বলে সংগঠনের

ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

ছাত্রলীগ : আন্দোলন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন।

শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ তার সঙ্গে দেখা করে সংগঠনের সার্বিক পরিস্থিতি তাকে অবহিত করেন। শেখ হাসিনা সব ধরনের হয়রানি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণার পরামর্শ দেন। ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাইফুজ্জামান শেখর সুধা সদনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি বলরাম পোদ্দার, খলিলুর রহমান, হেমায়েত হোসেন, একেএম আজিম, দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে সুধা সদনে শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে ফেরার পথে ছাত্রলীগের আটজন কেন্দ্রীয় নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। হাইকোর্ট ২৫ মার্চ তাদের বিরুদ্ধে ৫৪ ধারায় আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণার পর জেলগেট থেকে তাদের আবার গ্রেফতার করা হয়। ৩ মে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে গঠিত কমিটিতে গ্রেফতারকৃত লিয়াকত শিকদার সভাপতি এবং নজরুল ইসলাম বাবু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এছাড়া রফিকুল ইসলাম ও নাজমুল হাসান অনিক সহ-সভাপতি, নাজমুল ইসলাম তুহিন সাংগঠনিক সম্পাদক এবং স্বপন কর্মকার সদস্য মনোনীত হন। গ্রেফতার হওয়ার সময় তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা না থাকলেও বর্তমানে পাঁচটি পেন্ডিং মামলার আসামি। ওইসব মামলার চার্জশিটে কোন ছাত্রলীগ নেতার নাম ছিল না। মামলাগুলোর একটিতে তারা জামিন পেয়েছেন।

একই সঙ্গে গ্রেফতারকৃত ছাত্রলীগ নেতা মমিন পাটোয়ারী যিনি গত ১৭ এপ্রিল জামিনে মুক্তি পেয়েছেন তিনি জানালেন, 'কারাগারে ছাত্রলীগ নেতাদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হয় না। নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। ডিটেনশন প্রত্যাহার হওয়ার পরও নিয়মবহির্ভূতভাবে পানিশমেন্ট সেলে রাখা হয়েছে। ছাত্রনেতা হিসাবে সামান্য সৌজন্য প্রদর্শন করা হয় না।'

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অনেক নেতাকর্মী কারাগারে থাকায় সরকারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রলীগ সক্রিয় হতে পারছে না বলে সংগঠন সূত্র জানিয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবিতে ছাত্রলীগ ৩০ এপ্রিল থেকে ১৭ মে ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করেছে। একই দাবিতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি। তিনি বলেন, 'সরকারবিরোধী আন্দোলন দাবিয়ে রাখতে সরকার মিথ্যা মামলায় নিরীহ নেতাকর্মীদের পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করাচ্ছে। কিছু সরকারদলীয় বলে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। এভাবে চলতে দেয়া যায় না।'